ভোরের কাগজ

তারিখ ··· [illegible] ···
পৃষ্ঠা ··· ৬ ··· কলাম ··· ৩ ···

বেসরকারি মেডিকেল এবং ...

গায়ে সাদা অ্যাপ্রন আর গলায় স্টেথিসকোপ লাগিয়ে হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি। হয়তো ছোটবেলা থেকেই নিজেকে এরকম একটা পরিবেশে কল্পনা করে আসছেন। লক্ষ্য আপনার একটাই, যে করেই হোক মেডিকেলে পড়বেন। কিন্তু এতোদিনের স্বপ্নটি যদি কোনো কারণে ভেঙে যায়। হতে পারে কোনো কারণে চান্স পাননি দেশের কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজে অথবা এমনও হতে পারে ঢাকা কিংবা সলিমুল্লাহ মেডিকেলে চান্স পাননি। ঢাকার বাইরেরগুলোতে চান্স পেয়েছেন কিন্তু সেখানে পড়ার ইচ্ছে নেই। এসব কারণে যখন আপনার স্বপ্নের অবস্থা টালমাটাল তখন সিদ্ধান্ত নিলেন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়বেন। কিন্তু এখানেও সমস্যা। কোনটা অনুমোদিত কোনটা অনুমোদিত নয় তা সঠিক জানেন না। আর তাই আপনার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে আমাদের এবারের এই আয়োজন।

অনুমোদিত মেডিকেল কলেজ

বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজসমূহকে প্রথমত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পেতে হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মেডিকেল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃকও অনুমোদন পেতে হয়। বর্তমানে সারা দেশে মোট নয়টি মেডিকেল কলেজ এবং তিনটি ডেন্টাল কলেজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পেয়েছে।

মেডিকেল কলেজসমূহ

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
জেড এইচ সিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কমপ্লেক্স, ভাগলপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।
ইনস্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম।
ফেনী মেডিকেল কলেজ, ফেনী।
কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ।
জালালাবাদ রাজীব ও রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, সিলেট।

উপরোল্লিখিত মেডিকেল কলেজসমূহের মধ্যে মাত্র চারটি মেডিকেল কলেজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এই তিনটি স্থান থেকে অনুমোদন পেয়েছে। মেডিকেল কলেজগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, জেড এইচ সিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ, জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এবং ইনস্টিউট অব এপ্লাইড হেলথ এন্ড সায়েন্সেস।

অনুমোদিত ডেন্টাল কলেজসমূহ

পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।

ভর্তি পদ্ধতি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর পরই বিভিন্ন দৈনিকের মাধ্যমে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কলেজ থেকে ভর্তি পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ করতে হয় এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীকে কলেজের নির্দিষ্ট ভর্তি ফি দিয়ে ভর্তি হতে হয়।

পড়াশোনার খরচ

বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়াশোনার খরচ কিছুটা বেশি হওয়ায় এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরাই এখানে পড়াশোনা করতে আগ্রহী। ছাত্র বা ছাত্রীদের ভর্তির সময় এককালীন যে পরিমাণ টাকা নেওয়া হয় তার পরিমাণ একেকটি কলেজে একেক রকম। তবে গড়পড়তা হিসেবে এই টাকার পরিমাণ ১ লাখ [illegible] হাজার থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়া [illegible] ছাত্রছাত্রীদের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে টিউশন ফি বাবদ ২০০০-২৫০০০ টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে ৩০০০ টাকা করে প্রতি মাসে দিতে হয়।

পড়াশোনার মান

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এসব কলেজের লেখাপড়ার মান মোটামুটি ভালো। তবে তাদের প্রত্যেককেই লাইব্রেরি সমস্যায় কমবেশি ভুগতে হয়। কারণ অধিকাংশ কলেজের লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত এবং সর্বশেষ সংস্করণের বই ও জার্নাল নেই। এছাড়া হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়া বেশির ভাগ মেডিকেল কলেজের ক্লাসরুম সংক্ষিপ্ত পরিসরের। সেই সঙ্গে প্রতিটি ক্লাসরুমে সাউন্ডসিস্টেম প্রজেক্টরসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই। আরো একটি সমস্যা রয়েছে। তবে তা সরকারি ও বেসরকারি উভয় মেডিকেল কলেজে। তা হচ্ছে শিক্ষক সমস্যা। মেডিকেল কলেজের প্রতিটি বিভাগে যে সংখ্যক শিক্ষক থাকা উচিত সেই সংখ্যক শিক্ষক নেই। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা রোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ কিছুটা কম পায়। কারণ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালগুলোতে পয়জনিং কেস বা দুর্ঘটনার রোগী ভর্তি করানো হয় না। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় রোগীর সংখ্যাও কম থাকে।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এ কথা সত্যি। কিন্তু এসব মেডিকেল কলেজের সমস্যাগুলোর যদি এখনই সমাধান না করা হয় তাহলে এক সময় এই সমস্যাগুলোই প্রকট আকার ধারণ করবে। আর এর ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ ছাত্রছাত্রী। তাই কর্তৃপক্ষের এখনই উচিত এগুলোর সমাধান করা। সেই সঙ্গে যদি এখানে পড়াশোনার ব্যয়ভার কিছুটা কমিয়ে আনা হয় তাহলে আরো অনেক ছাত্রছাত্রী এ সকল মেডিকেল কলেজে পড়তে আগ্রহী হবে। আর একটি আবেদন রয়েছে আমাদের দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে, তারা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট [illegible]।

□ রিপন ইমরান